বিপদ-মুসিবত পরবর্তী মানুষের আচরণ এবং আল্লাহর সতর্কবাণী

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"বিপদ-মুসিবত পরবর্তী মানুষের আচরণ এবং আল্লাহর সতর্কবাণী"**।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেন:

وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

মানুষকে যখন কোন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় আমাকে ডাকে, অতঃপর আমি যখন তার দুঃখ-কষ্ট তার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই, তখন সে এমন (বেপরোয়া হয়ে) চলতে শুরু করে, তাকে যে একসময় দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছিলো, তা দূর করার জন্যে (মনে হয়) আমাকে সে কখনো ডাকেইনি; এভাবেই যারা সীমালংঘন করে তাদের জন্য তাদের কাজকর্মকে শোভনীয় করে দেয়া হয়েছে। সূরা ইউনুস ১০: ১২

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

তিনিই মহান (আল্লাহ তায়ালা), যিনি তোমাদের জলে-স্হলে ভ্রমণ করান; এমনকি তোমরা যখন নৌযানে থাকো এবং এ (নৌযান)- গুলো যখন তাদের নিয়ে অনুকূল আবহাওয়া চলতে থাকে, তখন (নৌযানের) আরোহীরা এতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) এগুলো ঝড়বাহী বাতাসের কবলে পড়ে এবং সবদিক থেকে তাদের উপর ঢেউ আসতে থাকে এবং তারা মনে করে, (এবার সত্যিই) এ (বাতাস ও ঢেউ) দ্বারা তারা পরিবেষ্টিত হয়ে গেছে, তখন তারা একান্ত নিষ্ঠাবান বান্দা হয়ে আল্লাহ তায়ালাকে ডাকে- (হে আল্লাহ), যদি তুমি

To learn more click here

আমাদেরকে এ (মহাদুর্যোগ) থেকে বাঁচিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

অতঃপর যখন তিনি তাদের (বিপর্যয় থেকে) বাঁচিয়ে দেন, তখন তারা সাথে সাথেই অন্যায় ভাবে যমীনে না-ফরমানী শুরু করে দেয়; হে মানুষ (শুনে রাখো), তোমাদের এই নাফরমানী তোমাদের নিজেদের উপরই (পতিত হবে, মূলত এগুলো হচ্ছে) দুনিয়ার (অস্থায়ী) সহায়-সম্পদ, অতঃপর আমার কাছেই হচ্ছে তোমাদের ফেরার জায়গা, (সেদিন) আমি তোমাদের বলে দেবো, (দুনিয়ায়) তোমরা কি করতে। সূরা ইউনুস ১০: ২২, ২৩

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

(হে নবী), তুমি বলো, কে তোমাদের আসমান ও যমীন থেকে জীবিকা সরবরাহ করেন, অথবা কে (তোমাদের) শোনা ও দেখা নিয়ন্ত্রণ করেন? কে জীবিতকে মৃত থেকে, আবার মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনেন! কে (আছে এমন), যিনি (এসব কিছুর) পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; তারা বলবে, (হ্যাঁ, অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা, তুমি বলো, তাহলে (সত্য অস্বীকার করার পরিণামকে কি) তোমরা ভয় করো না? সূরা ইউনুস ১০: ৩১

وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً

أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا

আর (উত্তাল) সমুদ্রের মধ্যে যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ মসিবত আপতিত হয় তখন একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে (ইতোপূর্বে) তোমরা যাদের ডাকতে তারা সবাই (একে একে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদের স্থলে (এনে বিপদ থেকে) উদ্ধার করেন, তখনই তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও; (আসলেই) মানুষ (নেহায়াত) অকৃতজ্ঞ।

To learn more click here

তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি তোমাদের স্হলে এনে (এর কোথাও) তোমাদের গেড়ে দেবেন না, অথবা তোমাদের উপর (মরণমুখী) কোন ধূলিঝড় নাযিল করবেন না, (এমন অবস্থা আসলে) তখন তোমরা তোমাদের (উদ্ধারের) জন্য কোনো অভিভাবকও পাবে না।

অথবা তোমরা এ ব্যাপারেও কি নিশ্চিত হয়ে গেছো যে, তিনি পুনরায় তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের (সেই) অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তিনি অতপর তোমাদের উপর প্রচন্ড ঝড় পাঠাবেন না এবং তোমাদের (উত্তাল) সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবেন না! (আর এমন অবস্থা দেখা দিলে) তোমাদের জন্য (সেদিন) আমার মোকাবেলায় তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবে না। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ৬৭-৬৯

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا

যখন আমি মানুষেদের উপর অনুগ্রহ করি তখন (কৃতজ্ঞতার বদলে তারা আমার দিক থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং (নিজেকে) দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, আবার যখন কষ্ট মুসিবত তাকে স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ হয়ে পড়ে। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭: ৮৩

সুতারাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা বিপদে-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করি, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি, এবং বিপদ-মুসিবত পরবর্তী স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা আল্লাহর স্মরণ থেকে আমাদের অন্তরকে বঞ্চিত না করি।
হে আল্লাহ! আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আপনার উপর অটল-অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here